জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির

কর্মসম্পাদনার সজ্জা

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির কর্মসম্পাদনার সজ্জা

ভারত সরকার
রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ

অসম সরকার
অসম রাজ্য জৈব-বৈচিত্র পর্ষৎ কর্তৃক
অনুবাদিত এবং প্রকাশিত

Compiled by

Dr. Ravishankar Thupalli, Dr. K. Jahir Hussain, Dr. Thomson C. Jacob
Mr. Ishwar C. Poojar and Dr. N. Gayathri Shanbhag

Translation in Bengali : Mihir Mozumdar

Acknowledgements

We would like to thank Dr. Balakrishna Pisupati, Chairman, NBA for his critical contribution and encouragement in preparing this document. We thank Mr. C. Achalender Reddy, I.F.S., Secretary, NBA for his constant guidance and support. Thanks are due to Dr. P. Thamizholi and Dr. V. A. Nambi for their support.

Disclaimer

Every attempt was made to provide information as appropriate as possible, any error or lapse is purely unintended and inconsequential.

Artist

Mr. Illaya Bharathi and Mr. Willson
Warli Art- Nita Jatar Kulkarni

Design and Layout

N. Balasubramani, NBA

Copyrights @ National Biodiversity Authority, 2013

Printers

N.L. Publication
Panbazar, Guwahati-1

Foreword

Biodiversity Management Committees (BMCs) form the core of institutional set up to effectively implement the Biological Diversity Act in India. This local level, statutory body is vested with enormous responsibility under the Act and is seen as the keystone to realize the objectives of conservation, sustainable use and fair and equitable sharing of benefits arising from use.

The National Biodiversity Authority (NBA) after a consultative process involving a diverse set of stakeholders issued guidelines for BMCs in March 2013 to help these institutions function effectively at local level.

This tool kit, prepared jointly under the UNDP, UNEP – GEF supported projects of NBA is an attempt by NBA to increase the awareness about BMCs and to operationalize the guidelines at local level.

Chennai
September 2013

Balakrishna Pisupati
Chairman
National Biodiversity Authority

পূর্বভাষ

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির 'কর্মসম্পাদনার সজ্জা' পুস্তিকাটি UNDP. UNEP-GEF-এর উদ্যোগে তথা রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণের প্রকল্প সামর্থে যৌথভাবে প্রস্তুত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণের পক্ষে এ এক অভিনব প্রয়াস, যার উদ্দেশ্য জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি সম্পর্কে সজাগ করা, এবং স্থানীয়ভাবে কর্মসম্পাদনার পথরেখা তৈরি করা।

অসম রাজ্য, জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা পরিষদ এই এই 'কর্মসম্পাদনার সজ্জা' পুস্তিকাখানি বাংলা ভাষায় প্রস্তুত করেছে, যাতে জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সদস্যদের তা উপকারে আসে। সদস্যগণ এই পুস্তকের মাধ্যমে তাঁদের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং ভূমিকা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হতে পারবেন। এবং জৈব-বৈচিত্রপূর্ণ সম্পদরাজির সংরক্ষণ ও তার বহনক্ষম ব্যবহারে সুনিশ্চিত কর্মপন্থা অবলম্বন করবেন।

(এ. কে. জোহারি)
সদস্য-সচিব
অসম রাজ্য জৈব-বৈচিত্র পরিষদ

সূচি

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	জৈব-বৈচিত্র আইন ২০০২ এবং রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ	১
২।	জৈব-বৈচিত্র আইনের আওতায় কর্ম-সম্পাদনের সংযুতি	২
৩।	জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি কাকে বলে?	৩
৪।	জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির আকার	৪
৫।	জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির গঠন	৫
৬।	অধ্যক্ষ নির্বাচন ও তার কার্যকাল	৬
৭।	জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির মেয়াদ	৭
৮।	জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সঙ্গে গ্রাম-পর্যায়ের অন্যান্য সমিতি সমূহের সমন্বয়	৮
৯।	জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির ভূমিকা এবং কর্তব্য	৯
১০।	জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সভা আহ্বানের নিয়মাবলি	১১
১১।	জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির কার্যক্রম	১২
১২।	জৈব-বৈচিত্র আইন এবং জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির দক্ষতা বর্ধন	১৩
১৩।	জনতার জৈব-বৈচিত্র পঞ্জি ও তার প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি	১৪
১৪।	প্রযুক্তি সহায়ক দল গঠন ও তার ভূমিকা	১৫
১৫।	জৈব-বৈচিত্র পঞ্জি এবং তথ্যসমূহের জিম্মাদার	১৬
১৬।	জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনার আওতায় অনুমোদন বিধি	১৭
১৭।	তহবিল গঠন	১৮
১৮।	স্থানীয় জৈব-বৈচিত্র তহবিল ও তার ব্যবহার	১৯
১৯।	স্থানীয় জৈব-বৈচিত্র তহবিল সঞ্চালন এবং পর্যবেক্ষণ	২০
২০।	সুফল বন্টনের পদ্ধতি	২১
২১।	জৈব-বৈচিত্র ঐতিহ্য ক্ষেত্র	২২
২২।	জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতিকে প্রোৎসাহ প্রদান	২৩
২৩।	অনুবন্ধিকা	২৪

অনুবন্ধিকা

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের নমুনা	২৬
২।	আঞ্চলিক পর্যায়ে জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের নমুনা	২৮
৩।	জেলা পঞ্চায়েত পর্যায়ে জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের নমুনা	৩০
৪।	পৌর পরিষদ পর্যায়ে জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের নমুনা	৩২
৫।	পৌর নিগম পর্যায়ে জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের নমুনা	৩৪
৬।	জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির বৈঠকের কার্য বিবরণ লেখার নমুনা	৩৬
৯।	জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদনের নমুনা	৩৭
৮।	বৈদ্য তথা বৃত্তিধারী কর্তৃক জৈব-সম্পদ ব্যবহারের নমুনা	৩৮
৯।	জৈব-সম্পদে প্রবিষ্ট এবং পরম্পরাগত জ্ঞান লাভের অনুমোদনের তথ্য নথিভুক্ত করার নমুনা	৩৯
১০।	ব্যয়-পঞ্জিকার প্রমাণ পত্র	৪০
১১।	রসিদ	৪১
১২।	ব্যাঙ্কের চেক/ড্রাফট পঞ্জিকরণ	৪২
১৩।	মূল্যপত্র	৪৩
১৪।	নগদ আদায়ের প্রমাণ পত্র	৪৪
১৫।	ব্যাঙ্কের চেক-যোগে আদায়ের প্রমাণ পত্র	৪৫
১৬।	প্রমাণ-পত্র পঞ্জিকরণ	৪৬
১৭।	তহবিল পুথি	৪৭
১৮।	ব্যাঙ্কের হিসাব সমন্বয়ের খতিয়ান	৪৮
১৯।	জাবেদা পঞ্জি পুস্তক	৪৯

জৈব-বৈচিত্র আইন ২০০২ এবং রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ

জৈব-বৈচিত্র উপাদান সমূহের বহনক্ষম ব্যবহার ও জৈবিক সম্পদ ব্যবহারের সাহায্যে অর্জিত সুফল সমূহের উপযুক্ত এবং সমবিতরণের জন্য জৈব-বৈচিত্র আইন ২০০২ ভারতের লোকসভায় গৃহীত হয়। জৈব-বৈচিত্র আইন ২০০২ কার্যকর করার জন্য ২০০৩ সালে গঠিত হয় রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ। রাষ্ট্রীয় জৈব বৈচিত্র প্রাধিকরণ আইনসম্মত, স্বায়ত্ত শাসিত ব্যবস্থা এবং তা সহায়ক নিয়ামক সংস্থা এবং উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করে।

২ জৈব-বৈচিত্র আইন ২০০২ কার্যকর করার সংযুতি

জৈব-বৈচিত্র আইন ত্রিস্তরীয় বিকেন্দ্রীভূত পদ্ধতিতে কার্যকর করা হয়। প্রথম স্তরে রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ তার চেন্নাইয়ে অবস্থিত মুখ্য কার্যালয় থেকে রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে কার্য নির্বাহ করে। দ্বিতীয় ধাপে আছে রাজ্য স্তরে গঠিত রাজ্য জৈব-বৈচিত্র পরিষদ এবং তৃতীয় ধাপে আছে স্থানীয় ভাবে (গ্রাম/মৌজা/জিলা/পৌর নিকায়/পৌর নিগম) গঠিত জৈব-বৈচিত্র পরিচালনা সমিতি।

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্ত্রাপনা সমিতি কাকে বলে ?

৩

রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র আইনের ৪১ নং ধারা অনুসারে স্থানীয় নিকায় সমূহ তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে জৈব-বৈচিত্র পরিচালনা সমিতি গঠন করবে। এই সমিতিগুলোর উদ্দেশ্য হল— জৈব-বৈচিত্র সংরক্ষণ,তার বহনক্ষম প্রয়োগ, জৈব-বৈচিত্র তথ্য সম্বলিত তালিকা প্রস্তুত করা। একই সঙ্গে বাসস্থান সুরক্ষিত করা, জৈব প্রজাতি, স্থানীয় উপজাতি, ও কৃষিকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় জাতগুলোর সংরক্ষণ, ঘরোয়া জীবজন্তুদের বর্গগুলো এবং তার প্রজননের বীজগুলোর সংরক্ষণ, জীবাণু সংরক্ষণ ও জৈব-বৈচিত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের ক্রমানুযায়ী লিপিবদ্ধকরণ।

৪ জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির আকার

জনজাতীয় গোষ্ঠী এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন এককগুলো ধরে জৈব-বৈচিত্রের বিভিন্ন অংশীদারদের আলোচনার মাধ্যমে নাগরিক সংস্থা ও প্রায়োগিক জ্ঞান সম্পন্ন বর্গের মধ্যস্থতায় জৈব-বৈচিত্র পরিচালনা সমিতি গঠনের সহায়তা করা। রাজ্য জৈব-বৈচিত্র পরিষদের সদস্য সচিব জৈব-বৈচিত্র পরিচালনা সমিতি গঠনের অনুমোদন করবেন। এবং নাগরিক সংস্থা ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন বর্গগুলোকে জৈব-বৈচিত্র পরিচালনা সমিতি গঠন ও কার্যপালনের পক্ষে উপযুক্ত স্থান সনাক্তকরণের জন্য একীকৃত করে আবশ্যকীয় পুঁজি ধার্য করতে হবে।

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির গঠন

জৈব-বৈচিত্র আইন ২০০২ এর ৪১ (১) ধারা ও জৈব-বৈচিত্র নিয়মাবলি ২০০৪ নিয়ম ২২ অনুযায়ী গঠিত জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতিতে ১ জন অধ্যক্ষ থাকবেন। এবং স্থানীয় নিকায় থেকে মানোনীত ৬ জন সদস্য থাকবেন, তার অধিক নয়। এই সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ মহিলা হওয়া প্রয়োজন এবং ২৮ শতাংশ অনুসূচিত জাতি/জনজাতির সদস্য হওয়া প্রয়োজন। এই সদস্যগণ ভেষজবিদ, কৃষক, বনজ দ্রব্যের সংগ্রাহক ও ব্যবসায়ী জেলে সম্প্রদায় তথা অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধি হতে হবে। যাতে করে স্থানীয় নিকায় আশ্বস্ত বোধ করে যে, তারা জৈব-বৈচিত্র পরিচালনা সমিতির প্রতিশ্রুত বিষয়গুলোতে বিশেষ অবদান যোগাতে সক্ষম। উল্লেখযোগ্য যে এই সদস্যগণ স্থানীয় নিকায়-এর অন্তর্গত এলাকার বাসিন্দা হতে হবে এবং সেই এলাকার ভোটার তালিকায় তাদের নাম থাকা বাঞ্চনীয়।

৬ অধ্যক্ষ নির্বাচন ও তাঁর কার্যকাল

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির অধ্যক্ষকে স্থানীয় নিকায় (গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত/শহরাঞ্চলে পৌর সমিতি/পৌর নিগম)-এর অধ্যক্ষের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত সমিতির সভায় সদস্যগণই নির্বাচন করবেন। সদস্যদের ভোট সমান সমান হলে অধ্যক্ষের ভোট নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচিত হবে। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির অধ্যক্ষের কার্যকাল ৩ বছর হবে। স্থানীয় বিধায়ক/ বিধান পরিষদের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সংসদীয় সমিতির সাংসদ জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সভায় বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির মেয়াদ ৭

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অতি শীঘ্র এর কার্যসূচি রূপায়িত হওয়া দরকার। এবং নির্ধারিত কার্যাবলি ১২ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির প্রারম্ভিক পুঁজির উদ্‌বৃত্ত অংশ পরবর্তী কালেও ব্যবহার করা যাবে। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি মঞ্জুরীকৃত অনুদানের ৫০ শতাংশ জমা রাখার কর্তৃত্ব প্রদান করেছে এবং এই জমা ধনের সুদের টাকা সমিতির কাজে ব্যবহার করতে পারবে। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। তথাপি চলিত জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি নতুন সমিতি মনোনীত না-হওয়া পর্যন্ত কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারবে।

৮ জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সঙ্গে গ্রাম-পর্যায়ের অন্যান্য সমিতি সমূহের সমন্বয়

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতিগুলোর সদস্যদের স্থান বিশেষে জোটদারি বন/প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনা সমিতির সদস্য এবং উদ্যান শস্য ও পরম্পরাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা বৃত্তিধারী অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন, বৈদ্য, হাকিম, উদ্ভিদবিদ্, জনজাতীয় মুরব্বি আদির মধ্যে থেকে এঁদের নির্বাচন করা হয়। রাজ্য জৈব-বৈচিত্র পরিষদ ব্যবস্থাপনা সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য ব্যক্তি তালিকা পরামর্শ হিসেবে পেশ করতে পারে। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি আইনানুগ গঠিত/সরকারের প্রশাসনিক নির্দেশ অনুযায়ী গঠিত সচল সমিতিগুলো থেকেও সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

৯ জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির ভূমিকা এবং কর্তব্য

জৈব-বৈচিত্র পরিচালনা সমিতিগুলোর ভূমিকা এবং দায়িত্বসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(ক) জনগণের জৈব-বৈচিত্র পঞ্জি প্রস্তুতকরণ

(খ) জৈব-সম্পদের সংরক্ষণ এবং বহনক্ষম ব্যবহার

(গ) স্থানীয় জৈব-বৈচিত্রের পুনর্বাসন

(ঘ) রাজ্য জৈব-বৈচিত্র পরিষদকে ও জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণকে বোধি স্বত্বাধিকার, পরম্পরাগত জ্ঞানভাণ্ডার এবং স্থানীয় জৈব-বৈচিত্র সম্বন্ধীয় বিষয়গুলোর যথাযথ তথ্য অবগত করানো

(ঙ) ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃক্ষ, প্রাণী, অনুজীব, পবিত্র উদ্ভিদ কানন, পবিত্র জলাশয়ের সঙ্গে জৈব-বৈচিত্রের ঐতিহ্যময় স্থানগুলোর পরিচালনা।

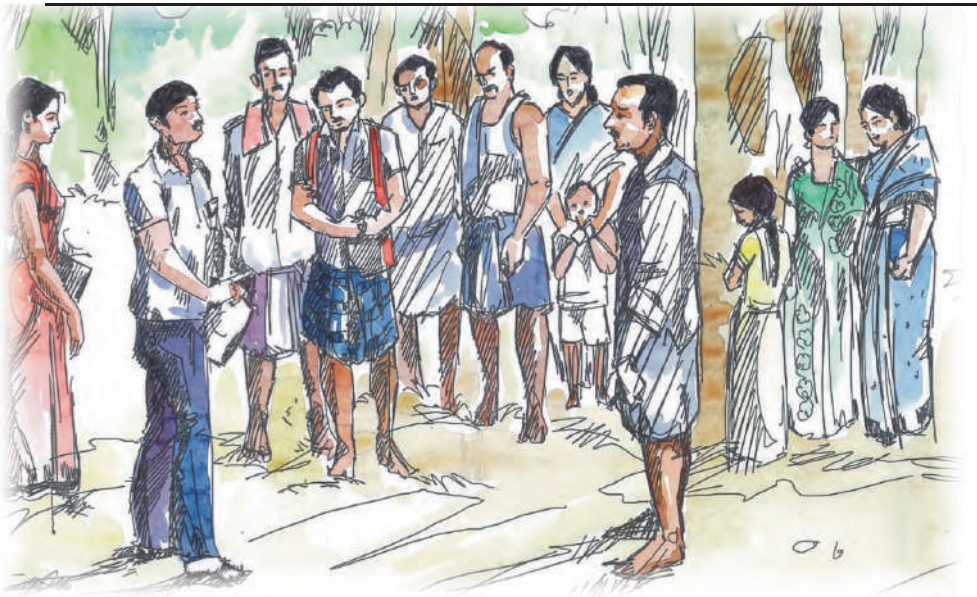

(চ) জৈব-সম্পদ এবং তার সঙ্গে জড়িত পরম্পরাগত জ্ঞানের ব্যবসায়িক অথবা গবেষণার নিমিত্ত সংগ্রহের ওপর নিয়ন্ত্রণ।

(ছ) জৈব-সম্পদের ব্যবসায়ের যোগে অর্জিত লাভের বন্টন।

(জ) মূল্যবান উদ্ভিদ/ প্রাণীর পরম্পরাগত প্রজাতি / বীজের সংরক্ষণ

(ঝ) জৈব-বৈচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দান ও সচেতনতা গড়ে তোলা

(ঞ) তথ্য সংরক্ষণ এবং জৈব-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ট) বহনক্ষম ব্যবহার ও লাভের অংশ বিতরণ

(ঠ) লোক জৈব-বৈচিত্র পঞ্জিতে নথিভুক্ত পরম্পরাগত জ্ঞানের সুরক্ষা।

১০ জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সভা আহ্বানের নিয়মাবলি

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতিগুলো বছরে নিদেন পক্ষে ৪ টি সভা আহ্বান করবে। এবং ৩ মাস অন্তর অন্তত একবার সম্মিলিত হবে। সভা জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে। অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য সভাপতিত্ব করবেন। প্রতিটি সভার কোরামের জন্য সভাপতি সহ ৩ জন সদস্য হতে হবে। কিন্তু সরকারি ভাবে মনোনীত সদস্যগণ কোরামের জন্য বিবেচিত হবেন না। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সভার কার্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করে স্থানীয় নিকায়/জেলার নির্দিষ্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ করবে। রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির জন্য প্রস্তুত নির্দেশাবলিতে সভার কার্য বিবরণ লেখার ধরন, অনুষ্ঠিত সভা সমূহের নথি প্রস্তুতকরণ এবং সেই নথির নৈমিত্তিক পূরণ, তথা বিবরণ, আলোচনা, ও প্রস্তাবগুলোর নথিকরণ ও হিসেব পরীক্ষা করা ইত্যাদির বিধান দেওয়া হয়েছে। যা ব্যবস্থাপনা সমিতি পর্যায়ে তথ্য প্রস্তুতির সহায়ক হবে।

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির কার্যক্রম

প্রত্যেক জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির নিম্নোক্ত বিষয় সমূহে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে।

(ক) জৈব-সম্পদের সংরক্ষণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

(খ) জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণের আবশ্যকতা।

(গ) ভৌগোলিক সূচক হিসেবে পঞ্জিকরণের উপযুক্ত বলে বিবেচিত স্বকীয় গুণসম্পন্ন সামগ্রীগুলোর তালিকাকরণ

(ঘ) স্থানীয় জৈব-বৈচিত্রের সঙ্গে ঔষধি উদ্ভিদের বহনক্ষম ব্যবহার এবং এ সম্বন্ধে পরম্পরাগত জ্ঞানের প্রয়োগের লক্ষে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে।

জৈব-বৈচিত্র আইন এবং জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির দক্ষতা বর্ধন

১২

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির দক্ষতা-বৃদ্ধির অনুশীলনী ও নিম্নোক্ত অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মরাজি পরামর্শমূলক ভাবে পেশ করা হল—

(ক) স্থানীয় জৈব-বৈচিত্র পঞ্জি প্রস্তুতকরণ

(খ) জৈব-বৈচিত্র পরিচালনা সমিতির প্রশাসনীয় প্রণালী প্রস্তুতকরণ

(গ) হিসেব রাখার ব্যবস্থা

(ঘ) বৌদ্ধিক স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত কাজ।

(ঙ) জৈব-বৈচিত্র কল্যাণ/সুফল সমূহের উপলব্ধিকরণ এবং অংশ বিতরণ

(চ) মাশুল নির্ধারণ ও আরোপণ

(ছ) কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, বার্ষিক প্রতিবেদন, জৈব-বৈচিত্র সম্বন্ধীয় আইন ও নিয়মাবলির সচেতনতা জাগ্রত করা।

১৩ জনতার জৈব-বৈচিত্র পঞ্জি ও তার প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি

জন-জৈব বৈচিত্র-পঞ্জি প্রস্তুতকরণ, জৈব-বৈচিত্র আইন ২০০২ অনুসারে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এবং এর দায়িত্ব সম্পূর্ণ জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির ওপর বর্তায়। এ এমন এক পঞ্জি যেখানে স্থানীয় জৈব-সম্পদ (উদ্ভিদ ও প্রাণী) সমূহের বিষয়ে জ্ঞানের প্রাথমিক আভাস, তাদের প্রাপ্তি স্থান, ঔষধীয় ও অন্যান্য ব্যবহার এবং সেই জৈব-বৈচিত্রের সঙ্গে সম্বন্ধিত পরম্পরাগত জ্ঞান সন্নিবিষ্ট থাকবে। বর্তমান জন-জৈব বৈচিত্র পঞ্জির প্রস্তুতকরণ প্রণালী কার্যালয় সমূহের বহুল ব্যবহারের জন্যে রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ প্রস্তুত করেছে। এই প্রস্তুত প্রণালীতে বিভিন্ন তালিকার জন্য শৃঙ্খলা ও বিভিন্ন ধরনের তথ্য শৃঙ্খলার তালিকায় জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি ছাত্র, গবেষক, এই বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সহযোগে কীভাবে ভর্তি করবে তার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। এবং জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি, কারিগরি সহায়ক দল, রাজ্য জৈব-বৈচিত্র পরিষদের সহযোগে ওই পঞ্জি বৈধ করবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই তথ্য সমূহ জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি নিজের জিম্মায় সুরক্ষিত রাখবে। জন-জৈব-বৈচিত্র পঞ্জি জৈব-বৈচিত্রের কল্যাণ/সুফলের উপলব্ধি ও অংশভাগ নির্ণয় করার জন্য আইনসংগত নথি হিসেবে বিবেচ্য হবে।

প্রযুক্তি সহায়ক দল গঠন ও তার ভূমিকা ১৪

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতিগুলোর নির্দিষ্ট কর্ম রূপায়ণের জন্য পথ প্রদর্শন করতে কারিগরি-সহায়ক দলগুলো রাজ্য জৈব-বৈচিত্র পরিষদই গঠন করে দেবে। জেলা পর্যায়ে এই কারিগরি সহায়ক দল বিভিন্ন বিভাগ যেমন, বন, কৃষি, উদ্যানশস্য, পশুপালন, মীন, শিক্ষা এবং গবেষণামূলক অনুষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ, বেসরকারি সংস্থা, ভেষজ বৃত্তিধারী সবারই প্রতিনিধিকে নিয়ে গঠন করবে। এই প্রতিষ্ঠাপিত কারিগরি-সহায়ক দলগুলো যথোপযুক্ত পর্যায়ে (রাজ্য/ জেলা/ অঞ্চল) জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতিগুলোকে মাসুল সংগ্রহ, লভ্যাংশ বন্টন, ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানের, পবিত্র উদ্ভিদ কানন, জলাশয় ইত্যাদি পরিচালনার কার্যে সহায় করবে। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতিকে স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং এই উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের সঙ্গে সম্পর্কিত পরম্পরাগত জ্ঞানের তালিকা বানিয়ে জন জৈব-বৈচিত্র পঞ্জি প্রামাণ্য ও বৈধকরণে সহায় করবে। এই দল তার ভৌগোলিক পরিধির অন্তর্গত সমাজের সংরক্ষণে প্রচলিত বিধিব্যবস্থাগুলিও সন্নিবেশিত করতে সাহায্য করবে।

১৫ জন জৈব-বৈচিত্র পঞ্জি এবং তথ্য সমূহের জিম্মাদার

জন-জৈব-বৈচিত্র পঞ্জি নিরাপদ সুরক্ষা ব্যবস্থায় জিম্মায় রাখতে হয় এবং তার তথ্যসমূহ বাইরের মানুষকে, সম্পদগুলোর মূল্যের আধারে নির্ভর করে যথাযথ বিধি অনুযায়ী জ্ঞাত করা উচিত। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতিগুলো একটি খতিয়ান পুথি রাখা জরুরি যেখানে জৈব-সম্পদের প্রাপ্তি ও পরম্পরাগত জ্ঞানের তথ্য যোগান, আরোপিত মাশুল সংগ্রহ, অর্জিত লাভ তথা তথ্য যোগানের পদ্ধতি আদির উল্লেখ থাকবে। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির অধ্যক্ষ বা তাঁর মনোনীত সদস্য এই খতিয়ান-পুথির তত্ত্বাবধান করবে।

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনার আওতায় অনুমোদন বিধি ১৬

রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ এবং রাজ্য জৈব-বৈচিত্র পরিষদ, জৈব-বৈচিত্র পরিচালনা সমিতির ভৌগোলিক গণ্ডির ভেতরে উপলব্ধ জৈব সম্পদ এবং এ সম্পর্কিত পরম্পরাগত জ্ঞানের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার সময় পরিচালনা সমিতির সঙ্গে আলোচনা করবে এবং জৈব-বৈচিত্র আইনের ধারা অনুসারে জৈব-বৈচিত্র কল্যাণ/লাভের অংশ বিভাজন তথা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির মধ্যে মতবিরোধ হলে বিষয়টি জেলা দণ্ডাধীশ জেলা পঞ্চায়েতের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য/কেন্দ্রীভূত সদস্যের নিকট প্রেরণ করবে।

১৭ তহবিল গঠন

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি নিজের ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ এলাকা থেকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য প্রাপ্ত বা সংগৃহীত জৈব-সম্পদগুলোর বাবদ মাশুল সংগ্রহ করবার জন্য উপকর ধার্য করতে পারে।

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি নিম্নোক্ত প্রকারে পুঁজি গঠন করতে পারে।

(ক) রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ, রাজ্য জৈব-বৈচিত্র পরিষদ এবং রাজ্য সরকার থেকে (অনুদান ও ঋণ) আদায় করে। তা ছাড়া জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির দ্বারা বিভিন্ন উৎস যেমন, ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের সমগোত্রীয় বিভাগ, অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের পরিষদ সমূহ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং নিকায়, নিগম ইত্যাদি থেকে দান সংগ্রহ করে।

(খ) মাশুল, উপ-কর; রয়েল্টি এবং অন্যান্য নগদ প্রাপ্তি।

প্রত্যেক জৈব-বৈচিত্র পরিচালনা সমিতি ওপরোক্ত দুই ধরনে ধন-প্রাপ্তির বিপরীতে আলাদা আলাদা ভাবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট প্রচলন করবে। রাজ্য জৈব-বৈচিত্র পরিষদ দ্বারা প্রত্যেক জেলার জন্য বিবেচিত অফিসারকে রাজ্য সরকার জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির বিভিন্ন দিক নিরীক্ষণ করার জন্য নোডাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করবে।

স্থানীয় জৈব-বৈচিত্র তহবিল ও তার ব্যবহার ১৮

জৈব-বৈচিত্র আইনের ধারা ৪৩ (১) অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক সুনির্দিষ্ট প্রতিটি স্থানে, যেখানে স্বায়ত্ত শাসিত অনুষ্ঠানগুলো কাজ করে যাচ্ছে, স্থানীয় জৈব-বৈচিত্র পুঁজি গঠন করতে হবে। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি আদায়-কৃত মাশুল, রাজ্য সরকার, রাজ্য জৈব-বৈচিত্র পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকার অনুদানের টাকায় এই স্থানীয় জৈব-বৈচিত্র পুঁজি গঠন করতে হবে। রাজ্য সরকার এই পুঁজি পরিচালনার জন্য পদ্ধতি নির্ণয় করে দেবে। এই পুঁজি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় নিকায়ের ভৌগোলিক গণ্ডির আওতায় থেকে এলাকাগুলোর জৈব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য খরচ করতে পারবে এবং সামগ্রিক হিতার্থে ব্যয় করবে যতক্ষণ পর্যন্ততা জৈব-বৈচিত্র সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারে।

১৭ স্থানীয় জৈব-বৈচিত্র তহবিল সঞ্চালন এবং পর্যবেক্ষণ

স্থানীয় জৈব-বৈচিত্র পুঁজি নিয়ন্ত্রণাধীন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিগত বছরের কাজকর্মের সম্পূর্ণ খতিয়ান তুলে ধরে প্রত্যেক বিত্তবর্ষের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। এই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পুঁজির জমা-খরচের হিসেব প্রস্তুত করা ছাড়াও রাজ্যের মহাগাণনিকের সঙ্গে আলোচনা মর্মে নির্ধারিত বিধান অনুসারে জমা-খরচের হিসেব পরীক্ষা করবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বার্ষিক প্রতিবেদন, হিসেব পরীক্ষার প্রতিবেদন সহ পরীক্ষিত জমা-খরচের হিসেবের নকল স্থানীয় নিকায়ে জমা দেবেন। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় নিকায়ে সেই জমা-খরচের হিসেবের সঙ্গে নথিসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা দণ্ডাদীশের হাতে হস্তান্তর করবেন।

সুফল বন্টনের পদ্ধতি ১০

জৈব-বৈচিত্র আইন অনুসারে সুফল লাভের অংশ বিভাজনের অর্থ হচ্ছে স্থানীয় নিকায় এবং কল্যাণ লাভের দাবিদারের পরস্পরের সম্মত শর্ত সাপেক্ষে প্রকৃষ্ট জৈব-সম্পদের ব্যবহার এবং তা থেকে উৎপাদিত উপ-সামগ্রীর ব্যবহার, উপ-প্রয়োগ ও এই সম্পর্কে জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং অনুশীলনের দ্বারা সৃষ্ট লাভের (বিত্তীয় ও বিত্তহীন) সমানুপাতিক বিতরণ। এই সুফল বিভাজন করার উপায়—

(ক) বৌদ্ধিক স্বত্বাধিকারের যৌথ মালিকী স্বত্ব প্রদান

(খ) কারিগরি জ্ঞানের পরিবৃত্তি

(গ) উৎপাদন, গবেষণা এবং উন্নয়ন সংঘ স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্থান নির্বাচন করতে হবে যাতে এর দ্বারা সুফলের দাবিদার সকলেরই উন্নত জীবন যাপনে সহায়ক হয়।

(ঘ) দেশের বৈজ্ঞানিক, সুফলের দাবিদার, এবং স্থানীয় জনগণকে জৈব সামগ্রী, জৈব-যাপন এবং জৈব ব্যবহারের গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য জড়িত করা

(ঙ) সুফলের দাবিদারের সহায়ক পুঁজি গঠন

(চ) বিত্তীয় এবং বিত্তহীন লাভের যথার্থ বিন্যাস।

২১ জৈব-বৈচিত্র ঐতিহ্য ক্ষেত্র

জৈব-বৈচিত্র আইন ২০০২ এর ৩৭ নং ধারা অনুসারে জৈব-বৈচিত্র ঐতিহ্য ক্ষেত্র সমূহ স্থাপন করতে হয়। এ ঐতিহ্য ক্ষেত্র সমূহ একক জৈব-বৈচিত্রের পরিবেশ বিজ্ঞান অনুসারে অতি সংবেদনশীল পরিবেশ-তন্ত্র, একান্তভাবে স্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণীবিশিষ্ট, প্রাচীন এবং লুপ্তপ্রায় জীব-বিশিষ্ট, keystone প্রজাতি বিবর্তিত গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি, ঘরোয়া/কৃষিজাত প্রজাতি এবং বুনো/পূর্বপুরুষ প্রজাতি চিহ্নিত এলাকা। এই ঐতিহ ক্ষেত্র সমূহ জীবাশ্ম এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক, আচার-রীতি বিষয়ক ও নান্দনিক মূল্যায়নকে প্রতীয়মান করে। এই জৈব-বৈচিত্র ঐতিহ্য ক্ষেত্রগুলো রাজ্য সরকার গেজেটের মাধ্যমে অধিসূচনা জারি করবে। এই জৈব-বৈচিত্র ঐতিহ্য ক্ষেত্রগুলো মানব সংসর্গের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত/অথবা জড়িত নয় এমন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র রক্ষার স্বার্থেও প্রয়োজনীয়।

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতিকে প্রোৎসাহ প্রদান ১১

জৈব-বৈচিত্রের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র হিসেবে স্থানীয় নিকায়ের সঙ্গে আলোচনা করার পর রাজ্য সরকার জৈব-বৈচিত্র ক্ষেত্রগুলোকে সনাক্ত করে ঘোষণা জারি করবে। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতিগুলোকে জৈব-বৈচিত্র বিশিষ্ট এলাকাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রোৎসাহিত করতে রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণের তরফ থেকে ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা) দেওয়া হয়। এবং এই টাকা ঘোষিত জৈব-বৈচিত্র ঐতিহ্য ক্ষেত্রের জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির নামে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হয়। এই জমারাশির সুদ জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতিগুলো ঐতিহ্য ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আবশ্যক অনুযায়ী খরচ করতে পারবে।

অনুবন্ধিকা

১ - ১৯

অনুবন্ধিকা ঃ ১

গ্রাম পঞ্চায়েত জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠনের সিদ্ধান্তের ছক

গ্রাম পঞ্চায়েতে জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন

সিদ্ধান্ত নং..... তারিখ.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম ..... মৌজা.....জেলা.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি/সভানেত্রী শ্রী / শ্রীমতী.....
.....এর সভাপতিত্বে.....তারিখে..... টায় অনুষ্ঠিত সভায় সকল সদস্যের সম্মতি-ক্রমে জৈব-বৈচিত্র আইন ২০০২ এর ৪১ (১) ধারা অনুসারে এবং জৈব-বৈচিত্র নিয়মাবলি ২০০৪ এর ২২ নং বিধি অনুযায়ী এবং অসম জৈব-বৈচিত্র নিয়মাবলি ২১ নং নিয়ম অনুসারে তিন/ পাঁচ বছর মেয়াদি জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন করা হল।

সমিতি সদস্যদের সবিশেষ বিবরণ

ক্রমিক নং	সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা	বয়স	পদবি	স্বাক্ষর
১			অধ্যক্ষ	
২			মহিলা সদস্য	
৩			মহিলা সদস্য	
৪			অনুসূচিত জাতি/ জনজাতি সদস্য	
৫			সদস্য	
৬			সদস্য	
৭			সম্পাদক	

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির দায়িত্ব হবে -

১। সমিতির ভৌগোলিক সীমার অধীন এলাকার জৈব-সম্পদ সমূহের সংরক্ষণ এবং বহনক্ষম ব্যবহার

২। সমিতির এলাকাধীন জৈব-সম্পদরাজির বেআইনি প্রবৃষ্টি প্রতিরোধ করা

৩। আবশ্যক অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ, চেন্নাই এবং..... জৈব-বৈচিত্র পরিষদকে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করানো।

৪। আইন অনুসারে ভৌগোলিক সীমার অন্তর্গত এলাকার জৈব-সম্পদগুলো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা এবং প্রবৃষ্টির ওপর মাশুল/ কর আদায় করা।

৫। জৈব-সম্পদ সমূহ ব্যবহারকারী বৈদ্য / কবিরাজ তথা ভেষজবিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে নথিভুক্ত করা।

৬। জৈব-সম্পদের প্রবৃষ্টির এবং পরম্পরাগত জ্ঞানের অবগতির/ সম্প্রসারণের সবিশেষ তথ্য, কর আদায়ের তথ্য, প্রাপ্ত সুফলের সবিশেষ এবং তার বণ্টন ইত্যাদির তথ্য ভিত্তিক খতিয়ান প্রস্তুত করা।

৭। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি জৈব-বৈচিত্র এবং এর সঙ্গে জড়িত পরম্পরাগত জ্ঞানের নথি প্রস্তুত করবে।

৮। রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ এবং..... জৈব-বৈচিত্র পরিষদের নির্দেশ অনুসারে মাঝে মাঝেই জৈব-বৈচিত্র পুঁজির ব্যবহার ও সঞ্চালনা করবে।

স্বাক্ষর
গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি/ সভানেত্রী

স্বাক্ষর
গ্রাম পঞ্চায়েতেরে সম্পাদক / কার্যালয়ের স্থায়ী সদস্য

অনুবন্ধিকা ঃ ২

মণ্ডল পর্যায়ে জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠনের সিদ্ধান্তের ছক

তালুক/লাট/মণ্ডল পঞ্চায়েতে জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন

সিদ্ধান্ত নং..... তারিখ.....

মণ্ডল পঞ্চায়েতের নাম ..... মৌজা.....জেলা.....

মন্ডল পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে মণ্ডল পঞ্চায়েত সভাপতি/সভানেত্রী শ্রী / শ্রীমতী..... .....এর সভাপতিত্বে.....তারিখে..... টায় অনুষ্ঠিত সভায় সকল সদস্যের সম্মতি-ক্রমে জৈব-বৈচিত্র আইন ২০০২ এর ৪১ (১) ধারা অনুসারে এবং জৈব-বৈচিত্র নিয়মাবলি ২০০৪ এর ২২ নং বিধি অনুযায়ী এবং অসম জৈব-বৈচিত্র নিয়মাবলি ২১ নং নিয়ম অনুসারে তিন/ পাঁচ বছর মেয়াদি জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন করা হল।

সমিতি সদস্যদের সবিশেষ বিবরণ

ক্রমিক নং	সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা	বয়স	পদবি	স্বাক্ষর
১			অধ্যক্ষ	
২			মহিলা সদস্য	
৩			মহিলা সদস্য	
৪			অনুসূচিত জাতি/ জনজাতি সদস্য	
৫			সদস্য	
৬			সদস্য	
৭			সম্পাদক	

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির দায়িত্ব হবে

১। সমিতির ভৌগোলিক সীমার অধীন এলাকার জৈব-সম্পদ সমূহের সংরক্ষণ এবং বহনক্ষম ব্যবহার

২। সমিতির এলাকাধীন জৈব-সম্পদরাজির বেআইনি প্রবৃষ্টি প্রতিরোধ করা

৩। আবশ্যক অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ, চেন্নাই এবং..... জৈব-বৈচিত্র পরিষদকে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করানো।

৪। আইন অনুসারে ভৌগোলিক সীমার অন্তর্গত এলাকার জৈব-সম্পদগুলো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা এবং প্রবৃষ্টির ওপর মাশুল/ কর আদায় করা।

৫। জৈব-সম্পদ সমূহ ব্যবহারকারী বৈদ্য / কবিরাজ তথা ভেষজবিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে নথিভুক্ত করা।

৬। জৈব-সম্পদের প্রবৃষ্টির এবং পরম্পরাগত জ্ঞানের অবগতির/ সম্প্রসারণের সবিশেষ তথ্য, কর আদায়ের তথ্য, প্রাপ্ত সুফলের সবিশেষ এবং তার বণ্টন ইত্যাদির তথ্য ভিত্তিক খতিয়ান প্রস্তুত করা।

৭। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি জৈব-বৈচিত্র এবং এর সঙ্গে জড়িত পরম্পরাগত জ্ঞানের নথি প্রস্তুত করবে।

৮। রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ এবং..... জৈব-বৈচিত্র পরিষদের নির্দেশ অনুসারে মাঝে মাঝেই জৈব-বৈচিত্র পুঁজির ব্যবহার ও সঞ্চালনা করবে।

স্বাক্ষর
তালুক/ লাট/ মণ্ডল পঞ্চায়েতের
সভাপতি/ সভানেত্রী

স্বাক্ষর
কার্যবাহী কর্মকর্তা
তালুক/ লাট/ মণ্ডল পঞ্চায়েত

অনুবন্ধিকা ঃ ৩

জেলা পঞ্চায়েত জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠনের সিদ্ধান্তের ছক

জেলা পঞ্চায়েতে জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন

সিদ্ধান্ত নং..... তারিখ.....

জেলা পঞ্চায়েতের নাম ..... মৌজা.....জেলা.....

জেলা পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে জেলা পঞ্চায়েত সভাপতি/সভানেত্রী শ্রী / শ্রীমতী.....
.....এর সভাপতিত্বে.....তারিখে..... টায় অনুষ্ঠিত সভায় সকল সদস্যের সম্মতি-ক্রমে জৈব-বৈচিত্র আইন ২০০২ এর ৪১ (১) ধারা অনুসারে এবং জৈব-বৈচিত্র নিয়মাবলি ২০০৪ এর ২২ নং বিধি অনুযায়ী এবং অসম জৈব-বৈচিত্র নিয়মাবলি ২১ নং নিয়ম অনুসারে তিন/পাঁচ বছর মেয়াদি জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন করা হল।

সমিতি সদস্যদের সবিশেষ বিবরণ

ক্রমিক নং	সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা	বয়স	পদবি	স্বাক্ষর
১			অধ্যক্ষ	
২			মহিলা সদস্য	
৩			মহিলা সদস্য	
৪			অনুসূচিত জাতি/ জনজাতি সদস্য	
৫			সদস্য	
৬			সদস্য	
৭			সম্পাদক	

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির দায়িত্ব হবে

১। সমিতির ভৌগোলিক সীমার অধীন এলাকার জৈব-সম্পদ সমূহের সংরক্ষণ এবং বহনক্ষম ব্যবহার

২। সমিতির এলাকাধীন জৈব-সম্পদরাজির বেআইনি প্রবৃষ্টি প্রতিরোধ করা

৩। আবশ্যক অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ, চেন্নাই এবং..... জৈব-বৈচিত্র পরিষদকে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করানো।

৪। আইন অনুসারে ভৌগোলিক সীমার অন্তর্গত এলাকার জৈব-সম্পদগুলো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা এবং প্রবৃষ্টির ওপর মাশুল/ কর আদায় করা।

৫। জৈব-সম্পদ সমূহ ব্যবহারকারী বৈদ্য / কবিরাজ তথা ভেষজবিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে নথিভুক্ত করা।

৬। জৈব-সম্পদের প্রবৃষ্টির এবং পরম্পরাগত জ্ঞানের অবগতির/ সম্প্রসারণের সবিশেষ তথ্য, কর আদায়ের তথ্য, প্রাপ্ত সুফলের সবিশেষ এবং তার বণ্টন ইত্যাদির তথ্য ভিত্তিক খতিয়ান প্রস্তুত করা।

৭। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি জৈব-বৈচিত্র এবং এর সঙ্গে জড়িত পরম্পরাগত জ্ঞানের নথি প্রস্তুত করবে।

৮। রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ এবং..... জৈব-বৈচিত্র পরিষদের নির্দেশ অনুসারে মাঝে মাঝেই জৈব-বৈচিত্র পুঁজির ব্যবহার ও সঞ্চালনা করবে।

স্বাক্ষর
জেলা পঞ্চায়েত সভাপতি/
সভানেত্রী

স্বাক্ষর
মুখ্য কার্যবাহী কর্মকর্তা
জেলা পঞ্চায়েত

অনুবন্ধিকা ঃ ৪

পৌর পরিষদ পর্যায়ে জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠনের সিদ্ধান্তের ছক

পৌর পরিষদ জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন

সিদ্ধান্ত নং..... তারিখ.....

পৌর পরিষদের নাম ..... মৌজা.....জেলা.....

পৌর পরিষদের কার্যালয়ে পরিষদের সভাপতি/সভানেত্রী শ্রী/শ্রীমতী..... .....এর সভাপতিত্বে.....তারিখে..... টায় অনুষ্ঠিত সভায় সকল সদস্যের সম্মতি-ক্রমে জৈব-বৈচিত্র আইন ২০০২ এর ৪১ (১) ধারা অনুসারে এবং জৈব-বৈচিত্র নিয়মাবলি ২০০৪ এর ২২ নং বিধি অনুযায়ী এবং অসম জৈব-বৈচিত্র নিয়মাবলি ২১ নং নিয়ম অনুসারে তিন/ পাঁচ বছর মেয়াদি জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন করা হল।

সমিতি সদস্যদের সবিশেষ বিবরণ

ক্রমিক নং	সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা	বয়স	পদবি	স্বাক্ষর
১			অধ্যক্ষ	
২			মহিলা সদস্য	
৩			মহিলা সদস্য	
৪			অনুসূচিত জাতি/ জনজাতি সদস্য	
৫			সদস্য	
৬			সদস্য	
৭			সম্পাদক	

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির দায়িত্ব হবে -

১। সমিতির ভৌগোলিক সীমার অধীন এলাকার জৈব-সম্পদ সমূহের সংরক্ষণ এবং বহনক্ষম ব্যবহার

২। সমিতির এলাকাধীন জৈব-সম্পদরাজির বেআইনি প্রবৃষ্টি প্রতিরোধ করা

৩। আবশ্যক অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ, চেন্নাই এবং..... জৈব-বৈচিত্র পরিষদকে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করানো।

৪। আইন অনুসারে ভৌগোলিক সীমার অন্তর্গত এলাকার জৈব-সম্পদগুলো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা এবং প্রবৃষ্টির ওপর মাশুল/ কর আদায় করা।

৫। জৈব-সম্পদ সমূহ ব্যবহারকারী বৈদ্য / কবিরাজ তথা ভেষজবিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে নথিভুক্ত করা।

৬। জৈব-সম্পদের প্রবৃষ্টির এবং পরম্পরাগত জ্ঞানের অবগতির/ সম্প্রসারণের সবিশেষ তথ্য, কর আদায়ের তথ্য, প্রাপ্ত সুফলের সবিশেষ এবং তার বণ্টন ইত্যাদির তথ্য ভিত্তিক খতিয়ান প্রস্তুত করা।

৭। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি জৈব-বৈচিত্র এবং এর সঙ্গে জড়িত পরম্পরাগত জ্ঞানের নথি প্রস্তুত করবে।

৮। রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ এবং..... জৈব-বৈচিত্র পরিষদের নির্দেশ অনুসারে মাঝে মাঝেই জৈব-বৈচিত্র পুঁজির ব্যবহার ও সঞ্চালনা করবে।

স্বাক্ষর
পৌর পরিষদের সভাপতি/
সভানেত্রী

স্বাক্ষর
পৌর পরিষদ আয়ুক্ত

অনুবন্ধিকা ঃ ৫

পৌর নিগম জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠনের সিদ্ধান্তের ছক

পৌর নিগম জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন

সিদ্ধান্ত নং..... তারিখ.....

পৌর নিগমের নাম ..... মৌজা .....জেলা .....

পৌর নিগমের কার্যালয়ে নিগমের সভাপতি/সভানেত্রী শ্রী/শ্রীমতী..... .....এর সভাপতিত্বে.....তারিখে..... টায় অনুষ্ঠিত সভায় সকল সদস্যের সম্মতি-ক্রমে জৈব-বৈচিত্র আইন ২০০২ এর ৪১ (১) ধারা অনুসারে এবং জৈব-বৈচিত্র নিয়মাবলি ২০০৪ এর ২২ নং বিধি অনুযায়ী এবং অসম জৈব-বৈচিত্র নিয়মাবলি ২১ নং নিয়ম অনুসারে তিন/পাঁচ বছর মেয়াদি জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন করা হল।

সমিতি সদস্যদের সবিশেষ বিবরণ

ক্রমিক নং	সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা	বয়স	পদবি	স্বাক্ষর
১			অধ্যক্ষ	
২			মহিলা সদস্য	
৩			মহিলা সদস্য	
৪			অনুসূচিত জাতি/ জনজাতি সদস্য	
৫			সদস্য	
৬			সদস্য	
৭			সম্পাদক	

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির দায়িত্ব হবে

১। সমিতির ভৌগোলিক সীমার অধীন এলাকার জৈব-সম্পদ সমূহের সংরক্ষণ এবং বহনক্ষম ব্যবহার

২। সমিতির এলাকাধীন জৈব-সম্পদরাজির বেআইনি প্রবৃষ্টি প্রতিরোধ করা

৩। আবশ্যক অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ, চেন্নাই এবং..... জৈব-বৈচিত্র পরিষদকে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করানো।

৪। আইন অনুসারে ভৌগোলিক সীমার অন্তর্গত এলাকার জৈব-সম্পদগুলো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা এবং প্রবৃষ্টির ওপর মাশুল/ কর আদায় করা।

৫। জৈব-সম্পদ সমূহ ব্যবহারকারী বৈদ্য / কবিরাজ তথা ভেষজবিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে নথিভুক্ত করা।

৬। জৈব-সম্পদের প্রবৃষ্টির এবং পরম্পরাগত জ্ঞানের অবগতির/ সম্প্রসারণের সবিশেষ তথ্য, কর আদায়ের তথ্য, প্রাপ্ত সুফলের সবিশেষ এবং তার বণ্টন ইত্যাদির তথ্য ভিত্তিক খতিয়ান প্রস্তুত করা।

৭। জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি জৈব-বৈচিত্র এবং এর সঙ্গে জড়িত পরম্পরাগত জ্ঞানের নথি প্রস্তুত করবে।

৮। রাষ্ট্রীয় জৈব-বৈচিত্র প্রাধিকরণ এবং..... জৈব-বৈচিত্র পরিষদের নির্দেশ অনুসারে মাঝে মাঝেই জৈব-বৈচিত্র পুঁজির ব্যবহার ও সঞ্চালনা করবে।

স্বাক্ষর
পৌর নিগমের সভাপতি/
সভানেত্রী

স্বাক্ষর
পৌর নিগম আয়ুক্ত

অনুবন্ধিকা ঃ ৬

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সভার কার্যবিবরণ লেখার ছক

..... জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সভার কার্যবিবরণ .....
তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার স্থান .....

সভার কার্যসূচি ঃ

১।
২।
৩।
৪।
৫।

প্রধান বিষয়গুলোর ওপর আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের বিবরণ ঃ

১।
২।
৩।
৪।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের, তালিকা, তাঁদের, পদবি এবং স্বাক্ষর ঃ

১।
২।
৩।
৪।
৫।

স্বাক্ষর	**স্বাক্ষর**
অধ্যক্ষ	সম্পাদক
জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি	জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি

অনুবন্ধিকা ঃ ৭

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদনের নকসা

(ক) জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির নাম .....

(খ) বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ সংশ্লিষ্ট বিত্ত-বর্ষ .....

(গ) সেই বিত্ত-বর্ষে কর্তব্যরত কর্মকর্তার (অধ্যক্ষ এবং সম্পাদক) নাম.....

(ঘ) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার বিশদ বিবরণ.....

(ঙ) বার্ষিক কর্মকাণ্ডের বিশদ খতিয়ান .....

(চ) সমিতির বিত্তীয় অবস্থার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা .....

(ছ) ভৌগোলিক পরিসীমার মানচিত্র

(জ) জন-জৈব-বৈচিত্র পঞ্জির অগ্রগতির খতিয়ান

নথিকরণ.....

সময়োপযোগীকরণ.....

রাজ্য জৈব-বৈচিত্র পরিষদ এবং প্রযুক্তি- জ্ঞান- সম্পন্ন দলের সংযোগে বৈধকরণ.....

(ঝ) জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির মত এবং সিদ্ধান্ত নথিকৃত সভার কার্যবিবরণ পুস্তিকা

(ঞ) জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির সিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে সমিতির বার্ষিক বিত্তীয় প্রতিবেদন

(ট) দর্শনার্থীর তালিকা

(ঠ) জৈব-বৈচিত্র পরিচালনা সমিতি জৈব-সম্পদের প্রবৃষ্টি এবং পরম্পরাগত জ্ঞান অবগত করাবার স্বার্থে অনুমোদিত ব্যক্তিদের তালিকা

(ড) রাজ্য পর্যায়ের পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় প্রাধিকরণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগের বিশদ বিবরণ

(ঢ) জৈব-বৈচিত্র সম্পর্কিত খা-খবর, টীকা বা ছবি *(যদি আছে)*

স্বাক্ষর
অধ্যক্ষ
জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি

স্বাক্ষর
সম্পাদক
জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতি

অনুবন্ধিকা ঃ ৮

জৈব-সম্পদ ব্যবহারকারী বৈদ্য / কবিরাজ তথা পেশাদারদের প্রয়োজনীয় নকসা

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাসকারী বৈদ্য, কবিরাজ, হেকিম (পশু ও মানুষ) স্বাস্থ্য তথা চিকিৎসা বৃত্তিধারী এবং জৈব সম্পদ ব্যবহারকারী লোকের তালিকা।

নাম ঃ
বয়স ঃ
লিঙ্গ ঃ
ঠিকানা ঃ
পারদর্শিতার ক্ষেত্র ঃ
জৈব-সম্পদ প্রবৃষ্টির স্থান বৃত্তিজীবীয় জৈব-সম্পদের
পর্যাপ্ত / সম্যক জ্ঞান।

নাম ঃ
বয়স ঃ
লিঙ্গ ঃ
ঠিকানা ঃ
পারদর্শিতার ক্ষেত্র ঃ
জৈব-সম্পদ প্রবৃষ্টির স্থান বৃত্তিজীবীয় জৈব-সম্পদের
পর্যাপ্ত / সম্যক জ্ঞান।

নাম ঃ
বয়স ঃ
লিঙ্গ ঃ
ঠিকানা ঃ
পারদর্শিতার ক্ষেত্র ঃ
জৈব-সম্পদ প্রবৃষ্টির স্থান বৃত্তিজীবীয় জৈব-সম্পদের
পর্যাপ্ত / সম্যক জ্ঞান।

অনুবন্ধিকা ঃ ৯

জৈব-সম্পদের প্রবৃষ্টি এবং পরম্পরাগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করবার অনুমোদনের তথ্যরাজি নথিভুক্ত করবার খসড়া

জৈব-সম্পদের প্রবৃষ্টির এবং পরম্পরাগত জ্ঞান সম্প্রসারণের অনুমোদনের বিশেষ তথ্য, মাশুল আদায়ের সবিশেষ, সুফল লাভের বিশদ তথ্য এবং তার আংশিক বণ্টনের প্রণালী।

ক্রমিক নং	ব্যক্তি/ অনুষ্ঠান কোম্পানি অন্যান্যর নাম ও ঠিকানা	প্রবৃষ্ট জৈব-বৈচিত্রর স্থানীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম এবং পরিমাণ	সমিতির সিদ্ধান্তের তারিখ ও নম্বর এবং পঞ্চায়েতের অনুমোদন	সংগৃহীত মাশুল বিবরণ	লভ্যাংশ বিতরণের পদ্ধতি ও সুফলের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬

ব্যয় খাতার প্রমাণপত্র

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির নাম .....

মূল্যপত্র/রসিদের ক্রমিক সংখ্যা ..... তারিখ.....

প্রমাণ পত্রের ক্রমিক সংখ্যা ..... তারিখ.....

উপরোক্ত সমুদায় টাকা নিম্নলিখিত হিসেবে জমা দেওয়া / খরচ করা হল

ক্রমিক সংখ্যা	হিসেবের নাম/খাত	জমা টাকার পরিমাণ	খরচ করা টাকার পরিমাণ

টাকা ..... আখর যোগে .....

প্রমাণ পত্র হিসেবের খাতার ..... নং পৃষ্ঠার.....

ক্রমিক সংখ্যায় পূরণ কর হল।

কর্মকর্তার স্বাক্ষর

অনুবন্ধিকা ঃ ১১

রসিদ

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির নাম .....

খাতার নম্বর ..... তারিখ.....

রসিদ নম্বর.....

শ্রীযুত / শ্রীমতী / কার্যালয় .....

..... টাকা নগদ / চেক / ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ ..... নম্বর .....

তারিখ আদায় হয়েছে।

আদায় করা টাকা ..... হিসেবের ফর্দে পূরণ কর হল।

..... হিসেবের ফর্দে ..... টাকা ..... (আখর যোগে)

পাওয়া গেল।

চেক সহযোগে জমা দেওয়া টাকা চেকের নিশ্চিত আদায়ের শর্ত সাপেক্ষে রসিদ দেওয়া হল।

স্বাক্ষর

সম্পাদক ঃ মূলধন সংগ্রাহক এবং

বিতরক কর্তা

অনুবন্ধিকা ঃ ১২

ব্যাঙ্কে চেক / ড্রাফট পঞ্জি

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির নাম .....

ক্রমিক নং	ব্যাঙ্ক ড্রাফট চেক প্রাপকের নাম	ব্যাঙ্ক চেক নম্বর এবং তারিখ	ব্যাঙ্কের নাম এবং শাখা	কোন শ্রেণির ব্যাঙ্ক	মূলধন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

অনুবন্ধিকা ঃ ১৩

মূল্যপত্র-পঞ্জির খাতা

তারিখ	মূল্যপত্রের সংখ্যা	মূল্যপত্রের শ্রেণি	মূল্যপত্রের টাকার পরিমাণ	সম্পাদক/মূলধন সংগ্রহ ও বিতরণ কর্তার স্বাক্ষর	মূলধন আদায়ের প্রণালী	চেক নং এবং প্রমাণ পত্র	চেক নং এবং তারিখ	মূলধন/টাকা	সম্পাদক মূলধন সংগ্রহ ও বিতরণ কর্তার স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

বি.দ্র.

১। ৬নং কলামে নগদ মূলধন না ব্যাঙ্ক-চেক তা উল্লেখ করতে হবে।

২। মূল্য পত্রের ক্রমিক সংখ্যা মূল্যপত্রেও উল্লেখ করা চাই। এবং মূল্যপত্রের ক্রমিক সংখ্যা বিত্তবর্ষ মাফিক নম্বরে/ সংখ্যায় লিখতে হবে।

অনুবন্ধিকা ঃ ১৪

নগদ মূলধন আদায়ের প্রমাণ পত্র

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির নাম .....

প্রমাণ পত্রের ক্রমিক সংখ্যা .....

বিভাগ / শাখার নাম .....

তারিখ ..... মূল্যপত্রের ক্রমিক সংখ্যা .....

তারিখ .....

টাকা ..... আখর যোগে .....

নগদ আদায় দেওয়া হোক। আদায়ীকৃত মূলধন হিসেবের খাতে .....

..... পূরণ করা হল।

হিসাব-খাতার পৃষ্ঠা সংখ্যা ..... তারিখ ..... নথিভুক্ত করা হল।

স্বাক্ষর
সম্পাদক / মূলধন সংগ্রহ
এবং বিতরণ কর্তা

অনুবন্ধিকা ঃ ১৫

চেকযোগে আদায়ের প্রমাণ পত্র

কার্যালয়ের নাম .....

প্রমাণ পত্ররে ক্রমিক সংখ্যা .....

বিভাগ/শখার নাম.....

তারিখ ..... বিলের ক্রমিক সংখ্যা .....

টাকা ..... আখরযোগে .....

নিম্নোক্ত চেকযোগে আদায় দেওয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম	চেকের নম্বর	তারিখ	ধনরাশি
১				
২				

উপরোক্ত আদায় দেওয়া ধনরাশি সংশ্লিষ্ট হিসেবের খাতে..... পূরণ করা হল।

স্বাক্ষর

সম্পাদক/মূলধন সংগ্রহ

এবং বিতরণ কর্তা

অনুবন্ধিকা ঃ ১৬

প্রমাণপত্র পঞ্জির খাতা

ক্রমিক নম্বর	মূল্যপত্রের ক্রমিক নম্বর ও তারিখ	ধনরাশি	নগদ আদায়ের প্রমাণ পত্রের নম্বর	চেকযোগে আদায়ের প্রমাণপত্রের নম্বর	সম্পাদক/মূলধন সংগ্রহ এবং বিতরক কর্তার স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

অনুবন্ধিকা ঃ ১৭

হিসাব-খাতা

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির নাম ....

জমা তারিখ	জমা নম্বর	জমাকারীর নাম ও ঠিকনা	ধনরাশি		হিসেবের তারিখ	আদায়ের তারিখ	প্রমাণ পত্রের নম্বর ও তারিখ	সবিশেষ তথ্য	ধনরাশি		হিসেবের খাত
			নগদ	ব্যাঙ্ক মারফৎ					নগদ	ব্যাঙ্ক মারফৎ	
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯		১০
								সমাপন স্থিতি			
		মোট						মোট			

ব্যাঙ্কের হিসেবের সঙ্গে খাতার হিসেবের সমন্বয় রক্ষার জন্য ব্যাঙ্কের খতিয়ান

অনুবন্ধিকা ঃ ১৮

..... মাসের জন্য।

কার্যালয়ের নাম .....

ক্রমিক নং	সবিশেষ বিবরণ		ধনরাশি
১.	যোগ ঃ	বিতরণ করা চেক কিন্তু আদায়ের জন্য জমা দেওয়া হয়নি	
২.	যোগ ঃ	বিতরণ করা চেক কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হস্তে অর্পণ	
৩.	যোগ ঃ	বিতরণ করা চেক্ কিন্তু প্রত্যাখ্যাত	
৪.	যোগ ঃ	পরিপক্ক নগদ ধনরাশি ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত কিন্তু হিসেবের খাতায় তালিকভুক্ত হয়নি	
৫.	যোগ ঃ	ব্যাঙ্কের আদায় দেওয়া সুদ অথবা ব্যাঙ্কের সরাসরি নগদ আদায়	
৬.	বিয়োগ ঃ	ব্যাঙ্ক থেকে সরাসরি নগদ আদায় কিন্তু হিসেবের খাতায় নথিভুক্ত হয়নি	
৭.	বিয়োগ ঃ	ব্যাঙ্কের প্রাপ্য মাশুল, সেবাকর, আদায় কিন্তু হিসেবের খাতায় নথিভুক্ত নয় এমন	
৮	বিয়োগ ঃ	হিসেব বহির্ভুত চেকের জমা-প্রাপ্তি	
	ব্যাঙ্কের খাতায় জমা ধনরাশি		

স্বাক্ষর

সম্পাদক/মূলধন সংগ্রহ ও বিতরণ কর্তা

অনুবন্ধিকা ঃ ১৯

খতিয়ান পঞ্জি

জৈব-বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা সমিতির নাম..

খতিয়ান পঞ্জির পৃষ্ঠা সংখ্যা .... বিত্তবর্ষ ....

তারিখ	ক্রমিক নং	হিসেবের খাত	হিসেবের খাতার পৃষ্ঠ নং	জমা দেওয়া ধনরাশি	খরচ হওয়া ধনরাশি	সবিশেষ বিবরণ	কর্মকর্তার স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

UNEP - GEF-MoEF Access Benefit Sharing project

National Biodiversity Authority, India is currently implementing the first National Project on Access and Benefit Sharing under the UNEP – GEF – MoEF Project on "Strengthening the Implementation of the Biological Diversity Act, 2002 and Rules, 2004, with focus on its Access and Benefit Sharing Provisions". This project is being implemented in the states of Andhra Pradesh, Gujarat, West Bengal, Himachal Pradesh and Sikkim by NBA in collaboration with the 5 State Biodiversity Boards, UNEP-Division of Environmental Law and Conventions (DELC), United Nations University - Institute of Advanced Studies (UNU-IAS) and the United Nations Development Programme (UNDP).

- To develop standardized economic valuation methods for valuing biodiversity in the selected ecosystem
- Developing database on biological resources to tap ABS potential in project states
- Assessing and quantifying the economic value of biological diversity present at Local, State and National levels using appropriate methodologies
- Determining benefit sharing and informing National decision makers on prioritizing conservation action
- Developing legal tools, methodologies, guidelines and frameworks for ABS mechanism
- Capacity building for stakeholders in decision-making process
- Piloting ABS agreements in project states
- Promotion and strengthening of biodiversity funds at National, State and Local levels
- Strategizing public awareness programs and facilitating level playing for public, NGOs, private sector etc., on ABS

National Biodiversity Authority

National Biodiversity Authority (NBA) was established in 2003 to implement India's Biological Diversity Act (2002). NBA is autonomous body, performs facilitative, regulatory and advisory function for Government of India on issue of conservation, sustainable use of biological resource and fair equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources.

The Biological Diversity Act (2002) mandates implementation of the act through decentralized approach with the NBA focusing on to advise the Central Government on matters relating to the conservation of biodiversity, sustainable use of its components and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of biological resources; and advising the State Government in the selection of areas of biodiversity importance to be notified under sub-section (1) of section 37 as heritage sites and measures for the management of such heritage sites besides supporting conservation and sustainable management of biodiversity.

The State Biodiversity Board (SBBs) focusing on to advise the State Government, subject to any guidelines issued by the Central Government, on matters relating to the conservation of biodiversity, sustainable use of its components and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of biological resources. The SBBs also regulate by granting of approvals or otherwise request for commercial utilization or bio-survey and bio-utilization of any biological resource by Indians.

At the Local level Biodiversity Management Committees (BMCs) responsible for promoting conservation, sustainable use and documentation of biological diversity including preservation of habitats, conservation of land races, folk varieties and cultivars, domesticated stocks and breeds of animals and microorganisms and chronicling of knowledge relating to biological diversity.

NBA with its Headquarters in Chennai, India delivers its mandate through a structure that comprises of the Authority, SBBs, BMCs and Expert Committees.

Since its establishment, NBA has supported creation of SBBs in 28 States, facilitated establishment of around 33,000 BMCs at Local levels across India.

10 Anniversary
2003 -2013

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
National Biodiversity Authority, India
2003

UNEP

gef

UNDP India